সমাজ সংস্কারের উপায়
এবং
ইসলাহি কমিটির দায়িত্ব

Islah-e-Muashira ke Tareeq
aur
Islahi Committee ki Zimmedariyan

বিন্যাস ও উপস্থাপনা
মারকাযি ইসলাহি কমিটি ভারত

সমাজ সংস্কারের উপায়
এবং
ইসলাহি কমিটির দায়িত্ব

(মহান খলিফাগণের নির্দেশনাবলীর আলোকে)

বিন্যাস ও উপস্থাপনা
মারকাযি ইসলাহি কমিটি ভারত

সমাজ সংস্কারের উপায়
এবং
ইসলাহি কমিটির দায়িত্ব

Bengali Translation of book :

Islah-e-Muashira ke Tareeq
aur
Islahi Committee ki Zimmedariyan

Compiled By	: Markazi Islahi Committee, India
Translated By	: Jahirul Hassan, Incharge Bangla Desk Qadian
Edition, Year	: 1st Edition (Bengali) 2025
Quantity	: 500
Publisher	: Nazarat Islah o Irshad Markazia, Qadian
Printed at	: Fazl-e-Umar Printing Press,Qadian, Distt. Gurdaspur, Punjab, India-143516

জরুরি নিবেদন

“মনে রাখবেন আমাদের ঐকান্তিক প্রয়াস হল খারাপ কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিহত করা। এর জন্য একটি পরিকল্পনা রূপায়ণ করা দরকার। প্রতিটি মন্দ কাজ বা রোগ যার উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের সমস্ত সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তাব করা ইসলাহি কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যেহেতু এটি তরবিয়ত এবং তদারকি বিষয়ক কাজ, তাই স্নেহ, ভালোবাসা, মঙ্গলকামনা এবং দোয়ার মাধ্যমে সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালনা করুন। এরপর যদি কোনো স্থানে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সহযোগিতা না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রকে অবগত করা উচিত। কমিটির আলোচ্য সমস্ত বিষয়াদি সদস্যগণের কাছে জামাতীয় আমানতস্বরূপ। বাইরে এগুলির উল্লেখ কখনই কাম্য নয়।”

ভূমিকা

বর্তমান যুগে সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এবং সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত জুমআর খুতবা এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় স্তরে সংঘটিত বিভিন্ন বৈঠকে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনাগুলির একটি সংকলন 'ইসলাহ্ মাআশারা কে তারিক আউর ইসলাহি কমিটি কি জিম্মাদারিয়াঁ' নামে মারকাযি ইসলাহি কমিটি কাদিয়ান উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। এর প্রথম সংস্করণ ২০১৬ সালে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণটি **"সমাজ সংস্কারের উপায় এবং ইসলাহি কমিটির দায়িত্ব"** শিরোনামে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমান সংস্করণের বাংলা অনুবাদ করেছেন জাহিরুল হাসান, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। প্রুফ দেখে দিয়েছেন বুশরা হামীদ সাহেবা এবং সাজিদা খাতুন সাহেবা। পুস্তিকাটি রিভিউ করেছেন জনাব আব্দুল করীম শাহ্ অব. মোয়াল্লেম সিলসিলাহ্ এবং জনাব সেখ মোহাম্মদ আলী, সেক্রেটারি এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ এবং জনাব আবু তাহের মন্ডল, সদর রিভিউ কমিটি বাংলা।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সদয় অনুমোদনে পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশের সৌভাগ্য অর্জন করছে।

আল্লাহ্ তাআলা পুস্তিকাটির প্রকাশে সহায়তাকারী সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং পুস্তিকাটি এর লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমিন।

হাফিয মখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

ইসলাহি কমিটির কার্যপ্রণালী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে [রাহে.] কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা

“আমি একটি ইসলাহি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলাম। সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিটা প্রদেশকে এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে আপনারা ইসলাহি কমিটি গঠন করুন এবং কতিপয় মন্দ বিষয়াদি চিহ্নিত করে সেগুলির মহামারী আকার ধারণের পূর্বে আপনারা সংশোধনের চেষ্টা করুন এবং নৈতিক অধঃপতিত অসুস্থদের সুস্থ করার প্রয়াস করুন... আমি যা উপদেশ দিয়েছিলাম তা হল, ইসলাহি কমিটি দূরদর্শী এবং গভীর উপলব্ধিসম্পন্ন লোকদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত, তারা যেন মন্দের ঘ্রাণ পায় এবং কোথায় কোথায় মন্দের উৎস আছে তা খুঁজে বের করে। তারা যদি সেগুলি দেখতেও না পায়, তবে তাদের অনুভূতিশক্তি যেন তাদের বলে যে অমুক স্থানে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। অতঃপর সেটি রোগে পরিণত হওয়ার পূর্বেই প্রতিহত করুন। আপনি যদি অপেক্ষায় থাকেন যে কোথাও নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে, দাঙ্গা সৃষ্টি হলে, কিংবা কোথাও কোন হত্যা-হিংসা হলে তবেই ইসলাহি কমিটি সক্রিয় হবে, তবে এটি ইসলাহি কমিটি নয় বরং একটি পুলিশ কমিটি হয়ে যাবে,...এবং শুধু একটি কেন্দ্রীয় ইসলাহি কমিটি নয়, আঞ্চলিক ও বড় বড় শহরগুলিতেও শহর পর্যায়ে এরকম সচেতন ইসলাহি (সংস্কার) কমিটি থাকতে হবে যারা সব ধরনের মন্দকর্মের দিকে এইভাবে নজর রাখবে যাতে মন্দগুলো সাধারণ মানুষের চোখে পড়ার আগেই তাদের সংশোধন করা যায়...লক্ষণগুলি থেকে আপনি

জানার চেষ্টা করুন যে কোন্ কোন্ মহামারী ছড়াতে পারে বা ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা প্রতিরোধের জন্য কখন চেষ্টা করতে হবে। একা ইসলাহি কমিটির পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। ইসলাহি কমিটির কাজ হল বিষয়গুলো অনুভব করা এবং জামা'তকে সতর্ক করা, কর্ম সমিতির (মজলিসে আমেলার) এজলাসে সেগুলি উপস্থাপন করা। অতঃপর সামগ্রিকভাবে মজলিসে আমেলাকে শুধুমাত্র কোন একজন কর্মকর্তাকে নয়, কখনো কখনো দুই, তিন বা চারজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সক্রিয় করতে হবে। কখনও কখনও ইসলাহ ও এরশাদের সেক্রেটারি হস্তক্ষেপ করবেন, এবং কোথাও আপনার অর্থের প্রয়োজন হতে পারে, লিটারেচার প্রকাশ করতে হতে পারে, কোথাও আবার সফর পরিচালনা করতে হতে পারে, কোথাও মুরব্বীদের ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় করতে হতে পারে। মোটকথা অনেকগুলি সম্ভাব্য সমাধান রয়েছে যেগুলির বিষয়ে বিবেচনা মজলিসে আমেলায় আবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং এই ধরনের বিষয়গুলি মজলিসে আমেলায় রাখুন।" (খুতবাতে তাহের, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯-৩৪১)

"...কমিটির দায়িত্ব হবে এটি লক্ষ্য রাখা যে কোন্ পরিবারে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কার কার কন্যা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে, কার পুত্র বাইরের দিকে ঝুঁকছে এবং জামা'তকে ভালবাসার পরিবর্তে ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে বাইরের মানুষের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এসব ব্যক্তিদের ওপর নজর রেখে তাদেরকে ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে ফিরিয়ে আনা অনেক সহজ। অন্যদিকে ব্যাপারটা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং অন্যায়গুলো বাসা বাঁধে মনের গভীরে, তখন এই মন্দগুলোকে শরীর থেকে দূরীভূত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।" (খুতবাতে তাহের, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩১০,৩১১)

"(এই ইসলাহি কমিটিগুলির) তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে মজলিস খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, মজলিস আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্-এর সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে। যদি তারা এটি উপযুক্ত মনে করে তবে তাদের কিছু বিষয় খুদ্দামদের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে পারে, কিছু বিষয় লাজনাদের মাধ্যমে, আবার স্থান ভেদে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনজনকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করতে হবে। কোন পরিবারের (উদ্ভূত সমস্যার) বিষয় আসলে, সেখানে উত্তম প্রভাব সৃষ্টির জন্য একাধারে খুদ্দামকেও সক্রিয় হতে হবে, আবার আনসার এবং লাজনাকেও।" (খুতবাতে তাহের, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩১১)

"আপনি সংশোধনের চেষ্টা করুন। প্রথম প্রয়োজন ন্যায়বিচারের। আপনি ন্যায়ের উপর অবিচল থাকুন, তবেই আপনার মধ্যে সংশোধক হওয়ার পারদর্শিতা সৃষ্টি হবে, সংশোধনকারী হোন... সংশোধনের সময় নৈরাজ্যের বৃদ্ধি পাওয়ার অপেক্ষায় থাকবেন না বরং লক্ষণাবলী দেখে বোঝা উচিত যে কোথায় কোথায় নৈরাজ্য সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা তৈরী হচ্ছে। এইসব পরিবারের কাছে যান, এসব যুবক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ অবধি পৌঁছান, এবং তাদের পদক্ষেপগুলি এত প্রশস্ত হওয়ার পূর্বেই ভালবাসার সাথে তাদের ফিরিয়ে আনুন, যাতে এমনটা না হয় যে আপনি দ্রুত দৌড়েও তাদের কাছে পৌঁছাতে পারলেন না। এর পাশাপাশি, আপনার উচিত বাইরের লোকদের সংশোধনের দিকেও মনোযোগ দেওয়া। তবেই আল্লাহ্ তাআলার এই প্রতিশ্রুতি আপনার পক্ষে পূর্ণ হবে যে আপনার কল্যাণের মাধ্যমে জাতিগুলি সুরক্ষিত থাকবে।" (খুতবাতে তাহের, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩১৪)

❋ ❋ ❋ ❋

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত দিকনির্দেশনা

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা জামা'ত আহ্মদীয়া জার্মানির সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: "কোন্ কোন্ সেন্টারে নামাযের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে বা ইতিপূর্বে যারা মসজিদে আসতেন এখন তারা কেন আসছেন না, আবার কি কারণে তাদের সন্তানেরা মসজিদ থেকে দূরত্ব রেখেছে, ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা দরকার। অতঃপর সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আবার এটিও বিচার্য যে সংশোধনের যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেটি যদি কৃতকার্য না হয়, সেক্ষেত্রে কীভাবে আরও কার্যকরভাবে সংশোধন সম্ভব এ বিষয়ে বিচার-বিমর্ষ করা যেতে পারে।"

সেক্রেটারি তরবিয়তের কাছে হুযূর আনোয়ার (আই.) জানতে চান, 'কতগুলি জামা'ত আপনাকে অলস লোকেদের তালিকা প্রদান করেছে এবং আপনি সেই তালিকা মুরব্বীদের দিয়েছেন?' হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি এরকম সদস্যদের তালিকাই না থাকে সেক্ষেত্রে কিভাবে কাজ হবে? সংশোধনমূলক পদক্ষেপ তাহলে কিভাবে নেবেন? হুযূর আনোয়ার এ ব্যাপারে ইসলাহি কমিটি কি কাজ করেছে তা জানতে চান। হুযূর আনোয়ার বলেন,

সর্বপ্রথম তালিকা প্রস্তুত করুন তারপর ব্যক্তিগত যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের পরই তাদেরকে বোঝানো যেতে পারে। তিনি বলেন, কতজনের বিষয়ে অভিযোগ এসেছিল এবং কতজনের সংশোধন হয়েছে, তাদের সহযোগিতা লাভ হয়েছে এগুলির নিয়মিত ফলাফল আসতে হবে।" হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: "চেষ্টা সত্ত্বেও যাদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না, তাদের তালিকা আমাকে পাঠান।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ অক্টোবর ২০০৫ ইং)

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা সুইডেনের সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি আপনার ইসলাহি কমিটিকে সক্রিয় করে তুলুন। হুযূর আনোয়ার বলেন, "সংশোধনের কাজ খুবই ব্যাপক। কারও সংশোধনকার্যে শ্রান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বসে যাওয়া ঠিক নয়, বরং চার হাজার বারও যদি বলতে হয় তো বলুন। কখনও ক্লান্ত হবেন না আবার কখনও নিরাশও হবেন না। নম্রতা অবলম্বন করে বোঝানো অব্যাহত রাখতে হবে।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ অক্টোবর ২০০৫ ইং)

৯ জুন ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির সাথে মিটিং

একটি প্রশ্নের উত্তরে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: "লাজনারা তাদের নিজস্ব একটি ইসলাহি কমিটি গঠন

করতে পারেন, যার সদস্যামন্ডলী হবেন যথাক্রমে ন্যাশনাল সদর লাজনা, স্থানীয় সদর, নায়েব সদর, তরবিয়ত সেক্রেটারি ও লাজনার সিনিয়র সদস্যাগণ। তবে এই কমিটি কেবল সেই সব বিষয়গুলিরই তত্ত্বাবধান করবে যেগুলি লাজনা সংক্রান্ত।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "কোন কোন জায়গায় ছেলেরাও involve হয়ে যায়, এমন বিষয়গুলি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ইসলাহি কমিটির সমীপে প্রেরণ করতে হবে।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬ ইং)

৫ মে ২০০৮ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা নাইজেরিয়ার সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার ন্যাশনাল তরবিয়ত সেক্রেটারিকে বলেন- "জাতীয় পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইসলাহি কমিটি গঠন করুন। যদি কোন তরবিয়ত কমিটি থাকে তবে সেটির ভূমিকা কি? যথাযথভাবে ইসলাহি কমিটি গঠন করুন। তরবিয়ত সেক্রেটারি নিজেই কমিটির সদর (সভাপতি) হয়ে থাকেন।* এর সদস্যদের মধ্যে মোবাল্লেগ ইনচার্য, আনসারুল্লাহ্‌র সদর, খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদর, লাজনার প্রতিনিধি এবং জামা'তের একজন সদস্য (যিনি এই কাজে উপযুক্ত) অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।"

তিনি বলেন- "এই কমিটিগুলি প্রতিটি স্থানে গঠন করুন। আপনি অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।" (আল্‌ফযল

* এখন ভারতবর্ষের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) আমির/সদরকে ইসলাহি কমিটির সদর নিয়োগ করেছেন।

ইন্টারন্যাশনাল, ১১ জুলাই ২০০৮ ইং)

৫ মে ২০০৮ ইং

নাইজেরিয়ার মোবাল্লেগগণের সাথে মিটিং

ইসলাহি কমিটির বিষয়ে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) দিক নির্দেশনা প্রদান করে বলেন- "এটা যেন না হয় যে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তবেই দেখবেন। সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে হবে আর জানতে হবে যে এখান থেকে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। কোন সমস্যা বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করার পূর্বেই সংশোধন করতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার বলেন- "যে সব পদাধিকারীর মধ্যে সততা নেই তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন। তাদের কাছ থেকে কোন সেবা নেওয়া যাবে না। মোবাল্লেগদের কাজ হল তাদের সংশোধন করা। তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলুন এবং তরবিয়ত করুন। সমস্যাটি হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সংশোধন করা ভীষণ জরুরী।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ জুলাই ২০০৮ ইং)

৭ জুন ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা জামা'ত আহ্‌মদীয়া জার্মানির সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার একটি তরবিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি

দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন- "আপনারা নিজেদের এজলাস এবং মজলিসের কথাগুলিকে সুরক্ষিত রাখুন। এটা খুবই মৌলিক একটি বিষয়। মজলিসের আলোচ্য বিষয়গুলি আমানতস্বরূপ হয়ে থাকে, তাই সেগুলির মর্যাদা রাখুন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬ ইং)

কর্মকর্তাগণ সবকিছুকে উপেক্ষা করবেন না

"যখনই রোগের চিহ্নিতকরণ হয়, তখন সেটিকে দ্রুত নির্ধারণ করুন এবং সেখানেই এটিকে নির্মূল করুন। কর্মকর্তাদের সবকিছু উপেক্ষা করা উচিত নয় বরং শুরুতেই প্রতিটি মন্দকে প্রতিরোধ করা উচিত এবং এটিকে কখনই ছড়াতে বা বেড়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। অথবা অন্তত আমাকে বিষয়টির রিপোর্ট করা উচিত যাতে আমি খুতবার মাধ্যমে এই মন্দকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে পারি। কেন্দ্রীয় ইসলাহি কমিটিও এদিকে মনোযোগ দিক এবং এই নির্দেশনা আঞ্চলিক ইসলাহি কমিটিগুলিকেও পাঠানো উচিত। তাদেরকে তাগিদ করুন এর আলোকে তারা যেন তাদের জামা'তে পর্যালোচনা চালিয়ে যায় এবং প্রতিটি সংশোধনযোগ্য বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করে আপনাকে রিপোর্ট করে। গোপন করার অর্থ এই নয় যে মন্দকে এতটা লুকিয়ে রাখা যে তার খবর যেন আমার কাছেও না পৌঁছায়, বরং এর অর্থ হল মন্দটি যেন সর্বসমক্ষে প্রকাশ না করা হয়। যদি পদাধিকারীরা কিছু গোপন করে তবে তারা তাদের দায়িত্বে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এ বিষয়ে আমার কাছে যে রিপোর্টগুলি আসে সেগুলি দেখে মনে হয় সহযোগী সংগঠনের কর্মকর্তা এবং জামা'তের পদাধিকারীগণও তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না। এই প্রবণতা দেখা যায় যে কতিপয় প্রভাবশালীদের ভুলগুলি উপেক্ষা করা

হয় এবং দরিদ্রকে তাৎক্ষণিক শাস্তির কবলে ফেলা হয়। এই ধরণের বিষয়গুলি এখানে পাঠানো আপনার দায়িত্ব। তারপর যুগখলিফার ব্যাপার, তিনি যেভাবে চান, সিদ্ধান্ত নেবেন।

ইসলাহি কমিটির কাজের বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশনা এবং আমি যে নির্দেশনা দিয়েছি তা সংগ্রহ করে জামা'তগুলিতে প্রেরণ করুন। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের জাতীয় মজলিসে আমেলা ও উপ-সংগঠনের মজলিসকেও আমি সময়ে সময়ে নির্দেশনা দিয়েছি এবং সেগুলো আল্-ফযল ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিও সংগ্রহ করুন। এগুলির আলোকে তখন স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ইসলাহি কমিটির কাজ করা উচিত।" (হুযূর আনোয়ারের পত্র ৫ নভেম্বর ২০১০ ইং)

৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা জামা'ত আহ্মদীয়া ফ্রান্সের সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার বলেন- "এমটিএ প্রতিটা ঘরে থাকা উচিত। শুধু খুতবা শোনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নয়, কতজন লোক শুনেছে তার তথ্যও নিয়মিত সংগ্রহ করুন।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "যেসব বাড়িতে খুতবা শোনে না কিংবা শুনলেও মনোযোগ দিয়ে শোনে না সেখানে প্রায়ই বিবাদ ও সমস্যা দেখা দেয়।" (আল্ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং)

৩ মে ২০০৫ ইং

মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া কেনিয়া'র সাথে মিটিং

তরবিয়তের বিষয়ে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার বলেন:

"সকল মজলিসে নিয়মিত প্রশিক্ষণ (তরবিয়তী) ক্লাস হতে হবে। খুদ্দামকে পবিত্র কুরআন পাঠ শেখাতে হবে। নামায এবং এর অনুবাদ শেখাতে হবে। দ্বীনি মালুমাত সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। নামাযের সঠিক আদায়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। "

তিনি বলেন: "তরবিয়তী ক্লাসগুলিতে মোবাল্লেগ ও মোয়াল্লেমগণের থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করুন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ মে ২০০৫ ইং)

৩ মে ২০০৫ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা আনসারুল্লাহ্‌ কেনিয়া'র সাথে মিটিং

হুযুর আনোয়ার 'কায়েদ তরবিয়ত'কে নির্দেশ প্রদান করে বলেন যে, "চেষ্টা করবেন যেন প্রত্যেক নাসের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, জামা'তের সাথে নামায আদায় করে। জুমআর নামাযে নিয়মিত শামিল হয়। খলিফাতুল মসীহ্‌র খুতবা যেন নিয়মিত শোনে। যারা নাযেরা কুরআন পাঠ করতে পারেন তাদের উচিত নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা। কমপক্ষে দুই রুকু তেলাওয়াত করুন।

যারা পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারেন না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষাদানের কর্মসূচি থাকা উচিত। যারা সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করতে পারেন তারা যেন (এসব নাযেরা কুরআন না জানা ব্যাক্তিদের জন্য) দুই রুকু তেলাওয়াত করেন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ মে ২০০৫ ইং)

২৭ জুন ২০০৫ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া যুক্তরাষ্ট্র'র সাথে মিটিং

মোহতামীম তরবিয়তকে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার উপদেশ প্রদান করেন যে, যে সব খুদ্দামের সাথে আপনার যোগাযোগ ও সম্পর্ক নেই তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা করুন। তিনি বলেন:

"যে সব খুদ্দাম মসজিদে আসছে না কিংবা যোগাযোগ রাখছে না তাদের data সংগ্রহ করুন। এভাবে খুদ্দামকে আপনার কাছে আনুন।"

হুযূর আনোয়ার বলেন- "আপনি খুদ্দামদের মসজিদে আনার বিষয়ে attraction তৈরী করুন।"

এ বিষয়ে হুযূর আনোয়ারকে অবগত করা হয় যে দেশে মোট ৬০ টি জামা'ত রয়েছে, যার মধ্যে চল্লিশটিতে নামায সেন্টার আছে যেখানে খেলাধূলা ইত্যাদি প্রোগ্রাম করা হয়ে থাকে। (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ আগস্ট ২০০৫ ইং)

৫ জুলাই ২০০৫ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা কানাডা'র সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার তরবিয়ত বিভাগকে এ নির্দেশনা প্রদান করেন যে, MTA এর বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখুন যে কতজন শুনছেন আর কতজন শুনছেন না। হুযূর আনোয়ার বলেন:

"কিছু কিছু অ্যাপার্টমেন্টে MTA নেই। কিছু জায়গায় ডিশ বসানোর বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। তারা কীভাবে শোনে বা ক্যাসেটগুলি দেখে ইত্যাদি পর্যালোচনা করুন। তিনি বলেন, তরবিয়তের বিশেষ কোনো বিষয় থাকলে তা প্রিন্ট করে বাড়িতে পাঠানো যেতে পারে। যারা গাড়িতে ভ্রমণ করছেন তাদের অডিও ক্যাসেট সরবরাহ করা যেতে পারে।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "মসজিদে দুই শ্রেণীর মানুষ আসেন। এক যারা সহযোগিতা করেন এবং অন্যটি তারা যারা আসেন কিন্তু সহযোগিতা করেন না।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "তৃতীয়টি হল সেই সমস্ত লোক যারা মসজিদে আসেন না বা খুবই কম আসেন এবং ব্যবস্থাপনার সাথে তাদের কোন যোগাযোগও নেই। এমন লোকদের তরবিয়তের জন্য আরও বেশি কর্মসূচি থাকা উচিত।"

তিনি বলেন: "একটি নীতি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রত্যেকের তরবিয়তের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি হওয়া উচিত। তাই আপনাদের তরবিয়তমূলক কর্মসূচিতে এ বিষয়টি মাথায় রেখে

কাজ করতে হবে।”

হুযূর আনোয়ার বলেন: “কিছু প্রোগ্রামে, আপনি সহযোগী সংগঠনগুলির সাথে মিলিত হয়ে তাদের সহায়তায় একটি উত্তম সমাধান তৈরি করতে পারেন। অথবা আপনি যদি তাদের কর্মসূচিতে সহায়তা করেন সেক্ষেত্রে আরও উত্তম সমাধান তৈরি হতে পারে।

হুযূর আনোয়ার বলেন: “আপনাদের সহযোগী সংগঠনগুলোকে কর্মসূচি তৈরি করে দেওয়া নয়, বরং তাদের নিজেদের কর্মসূচিতে তাদের সহায়তা করা উচিত।”

হুযূর আনোয়ার ইসলাহি কমিটির কাজ সম্পর্কেও ন্যাশনাল তরবিয়ত সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন, এবং বলেন, “এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমস্যা বাড়ছে। তাই এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিন।” (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ আগস্ট ২০০৫ ইং)

১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা ডেনমার্ক’এর সাথে মিটিং

সেক্রেটারি তরবিয়তকে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, “যতক্ষণ না পরিবারগুলির সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করা হবে এবং মানুষের সাথে সংযোগ তৈরি করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তরবিয়তের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হতে পারে না।”

হুযূর আনোয়ার বলেন: “মসজিদে আসা লোকেরা সাধারণত

তারা যারা পূর্ব থেকেই জামা'তের সাথে সম্পর্কিত এবং সংযুক্ত থাকে। দেখতে হবে, যারা মসজিদে আসেন না, তাদের কীভাবে মসজিদে আনা যায়। তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি তৈরি করা উচিত।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "এমন মানুষদের ফিরিয়ে আনতে কর্মকর্তাদের একসঙ্গে বসে চিন্তা-ভাবনা করে, একটি কর্মসূচি তৈরি করতে হবে, এবং তার বাস্তবায়নের রিপোর্ট আসতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: "আপনাদের এখানে সংখ্যা কম, তাই যারা পিছিয়ে রয়েছে সহজেই দৃশ্যমান হয়ে যায়। তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এমন একটি কর্মসূচি তৈরি করুন যা তাদের স্বভাব অনুযায়ী তাদের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করবে। যুবক এবং লাজনাদের উচিত এই দুর্বল পরিবারগুলোকে কিভাবে সংগঠিত করা যায় সে বিষয়ে আপন আপন কর্মসূচি তৈরি করা।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন- "কর্মকর্তাদেরও আত্মসমীক্ষা করে দেখা উচিত। আপনি যদি আপনার গৃহটিকে সঠিক করতে পারেন, তবে কল্যাণ আপনার পরিবার থেকেই সঞ্চারিত হবে। নিজেদের পরিবারকেও বিশ্লেষণ করতে হবে।"

তিনি বলেন: "এখানে মসজিদে নিজেদের মজলিসের পাশাপাশি তরুণদের জন্য আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানও যেন অনুষ্ঠিত হয়। মতপ্রকাশ করা যায় এমন কোন বিষয় চয়ন করুন। ইনডোর স্পোর্টস ইত্যাদির প্রোগ্রাম থাকা উচিত।" তিনি বলেন: "আপনি উপদেশ দিতে পারেন তবে কঠোর হতে পারেন না, তাই উপদেশ দিতে থাকুন।" তিনি বলেন: "প্রতিটি আহমদী শিশুকে তরবিয়ত করতে হবে। তরবিয়ত আপনার বাড়ি থেকেই শুরু করুন।"

তিনি বলেন: "ইন্টারনেট ও টিভির অশালীন অনুষ্ঠান হল স্থায়ী সমস্যার কারণ।" হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: "যদি মা-বাবা বাড়িতে সময় না দেন, শিশুরা বাইরে শান্তি খোঁজে। তখন তারা অসৎ সঙ্গে পড়ে।"

তিনি বলেন: "এই সমাজে বাস করতে হলে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: "তরবিয়ত বাড়ি থেকেই হবে। পিতা-মাতা নামায পড়লে, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করলে, তবেই সন্তানরাও প্রভাবিত হবে এবং তারাও অনুরূপ কাজ করবে। (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ অক্টোবর ২০০৫ ইং)

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া সুইডেন'এর সাথে মিটিং

মোহতামীম তরবিয়তকে হুযূর আনোয়ার বলেন- "নামাযে উপস্থিতির প্রতি মনোযোগ দিন। আপনার জানা উচিত কতজন খুদ্দাম নামায পড়েন এবং কতজন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন। যারা মসজিদে আসছেন না, কোমলতার সাথে তাদের বোঝান। আপনার কাছে সমস্ত তথ্য থাকা দরকার।" হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন- "যারা আপনার কথা শুনছে না তাদের কোনও বন্ধুর উপর দায়িত্ব অর্পণ করুন তারা যেন তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তাকে মসজিদে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ অক্টোবর ২০০৫ ইং)

৭ জানুয়ারি ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ভারত' এর মিটিং

মোহতামীম তরবিয়তকে নির্দেশনা প্রদানকালে হুযূর আনোয়ার বলেন- "আপনাকে আপনার আটশত মজলিশকে তরবিয়ত করতে হবে। আপনার কর্মসূচির মূল্যায়ন করুন। সেই সাথে আপনার তরবিয়ত সংক্রান্ত পরিকল্পনার (লাহে আমল) মূল্যায়ন করুন।" হুযূর আনোয়ার বলেন- মূল্যায়ন করুন কতজন খুদ্দাম নামায পড়েন। তিনি বলেন- "আপনার মজলিসগুলির রিপোর্ট তরবিয়ত বিভাগের অধীনে এর উল্লেখ থাকা দরকার, আর রিপোর্ট আসতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: "ফজর এবং এশার নামাযে কতজন খুদ্দাম আসেন, মজলিসগুলি থেকে এই সম্পর্কিত রিপোর্টও সংগ্রহ করুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায কতজন পড়েন, কতজন মসজিদে এসে নামায পড়েন, কতজন কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন, ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনায় কতজন অন্তর্ভুক্ত- আপনার কাছে এর বিস্তারিত রিপোর্ট থাকা উচিত।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ মার্চ ২০০৬ ইং)

৭ এপ্রিল ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা সিঙ্গাপুরের সাথে হুযূর আনোয়ার-এর মিটিং

তরবিয়ত সেক্রেটারিকে বলেন- "যারা মসজিদে আসেন

তাদের তরবিয়তের জন্য তো প্রোগ্রাম থাকেই, কিন্তু যারা আসছেন না, যোগাযোগ রাখছেন না, তাদের তরবিয়তের জন্য কি কর্মসূচি রয়েছে? হুযূর আনোয়ার তাদের তরবিয়তের জন্যও কর্মসূচি তৈরি করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন- "যাদের পূর্বপুরুষরা আহ্‌মদী ছিলেন অথচ তাদের সন্তানরা যোগাযোগ রাখছেন না তাদের সাথে যোগাযোগ করুন, তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসুন এবং এভাবে সম্পর্ক সুদৃঢ় করুন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ এপ্রিল ২০০৬ ইং)

৮ এপ্রিল ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা ইন্দোনেশিয়া'র সাথে হুযূর আনোয়ার-এর মিটিং

হুযূর আনোয়ার তরবিয়ত সেক্রেটারির কাছে বার্ষিক কর্মসূচি কী জানতে চান। হুযূর আনোয়ার বলেন: "তরবিয়তের প্রতি আরও মনোযোগ দিন।...দেশের যেখানে যেখানে আমাদের মসজিদ কিংবা নামায কেন্দ্র রয়েছে সেসব কেন্দ্র ও মসজিদ থেকে আহ্‌মদীরা কত দূরে বসবাস করেন?" এ বিষয়ে হুযূর আনোয়ারকে জানানো হয় যে, গ্রামাঞ্চলগুলিতে আহ্‌মদীরা নামায সেন্টারের কাছাকাছি থাকেন, তবে শহরাঞ্চলে তারা দূরে এবং বিভিন্ন দূরত্বে বসবাস করেন। হুযূর আনোয়ার জানতে চান কোন নামাযে অধিক উপস্থিতি হয় এবং কত শতাংশ মানুষ এতে অংশ নেন। তিনি বলেন- "প্রত্যেক জামা'তের তরবিয়ত সেক্রেটারিকে বলুন, তারা যেন নিয়মিত নামাযগুলির উপস্থিতির বিষয়ে আপনাকে প্রতিবেদন পাঠায়।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ মে ২০০৬ ইং)

১৮ এপ্রিল ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া অস্ট্রেলিয়া'র সাথে মিটিং

মোহতামীম তরবিয়তের কাছে হুযূর আনোয়ার জানতে চান, মোট খুদ্দামদের মধ্যে কতজন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন এবং কতজন জামা'ত-এর সাথে নামায পড়েন। হুযূর আনোয়ার জানতে চান- প্রত্যেক মজলিসে কেন্দ্রের বাইরে কি আরও নামায সেন্টার রয়েছে? হুযূর আনোয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন যে, "যে সব খুদ্দাম দুর্বল এবং নামাযে আসে না, তাদের সাথে উন্নতচেতা (শক্তিশালী) খুদ্দামদের যুক্ত করুন দুর্বলদের সাথে আনতে। এভাবে শক্তিশালী খুদ্দামরা তাদের নামাযি করে তুলবে। এমনটা যেন না হয় যে তাদের সাথে শামিল হয়ে নিজেরাই বেনামাযি হয়ে উঠবে।"

হুযূর আনোয়ার মোহতামীম তরবিয়তের কাছে জানতে চান, কতজন খুদ্দাম আছেন যারা এমটিএ-তে খুতবা শোনেন। হুযূর আনোয়ার মূল্যায়ন করার পর বলেন: "যারা খুতবা শোনে না তাদের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।" অতঃপর হুযূর আনোয়ার জানতে চান, কুরআন পাঠকারী খুদ্দামদের সংখ্যা কী? যারা নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন না তাদের সংখ্যা কী? যারা মাসে অন্তত পনেরো দিন তেলাওয়াত করেন তাদের সংখ্যা কী?

হুযূর আনোয়ার বলেন: "যারা তেলাওয়াত করেন না তারা অন্তত পক্ষে পনেরো দিন যেন তেলাওয়াত করেন। যখন তারা প্রতি মাসে পনেরো দিন কুরআন তেলাওয়াত করবেন, তখন তাদের এটি একটি স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হবে।"

হুযূর আনোয়ার খুদ্দামদের কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার সদস্যদের মধ্যে যারা বা-জামাত নামায আদায় করেন তাদেরও তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বলেন, আমেলার যে সদস্য এক ওয়াক্তও জামা'তের সাথে নামায আদায় করেন না সে অন্যদের নামায পড়ার বিষয়ে কি করে বলতে পারেন। হুযূর আনোয়ার আমেলার সদস্যগণের মধ্যে প্রতিদিন তেলাওয়াত কতজন করেন জানতে চান। তিনি বলেন, প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলুন। হুযূর আনোয়ার বলেন- "যে সব খুদ্দাম দূরে সরে রয়েছে তাদেরকে তাদের বন্ধুদের মাধ্যমে নিকটে করতে সচেষ্ট হোন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ মে ২০০৬ ইং)

১৮ এপ্রিল ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা জামা'ত আহ্‌মদীয়া অস্ট্রেলিয়া'র সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার তরবিয়ত সেক্রেটারির কাছে বার্ষিক কর্মসূচি কী জানতে চান। হুযূর আনোয়ার বলেন- "যারা পিছিয়ে পড়েছেন তাদের কিভাবে তরবিয়ত করা হচ্ছে? তাদের জন্য কী কী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে? তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন?" তিনি বলেন: "একটি যোগাযোগ রয়েছে দায়িত্বশীল হিসেবে এবং একটি যোগাযোগ রয়েছে ভাই, বন্ধু এবং সহানুভূতিশীল হিসেবে। যোগাযোগের জন্য কেবল মুরব্বী কিংবা আমির অথবা সেক্রেটারি তরবিয়তকেই যেতে হবে এটা জরুরী নয়। বরং আপনাদের এটা দেখতে হবে, যারা ফিরে আসেনি তাদের কাছে পৌঁছানোর এবং যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য আপনি কাকে ব্যবহার

করতে পারেন।”

হুযূর আনোয়ার তরবিয়ত সেক্রেটারিকে নির্দেশনা প্রদান করে বলেন যে, পর্দা শুধু লাজনাদের কাজ নয়, এটি পুরুষদেরও করতে হবে। এখানে আসার পর অনেক মহিলা পর্দা করা কম করেছে। তারা এমন পোশাক আশাক ব্যবহার করছে যেগুলি উপযুক্ত নয়। হুযূর আনোয়ার বলেন- এর জন্য দায়ী পুরুষেরা। তারা অবাধ অনুমতি দিয়েছে এবং আত্ম-জটিলতার শিকার হয়েছে।

হুযূর আনোয়ার বলেন- “এরকম সমস্যায় পুরুষদের বোঝানো উচিত। সাক্ষাতের সময় আমি মূল্যায়ন করে দেখেছি, অধিকাংশই একই উত্তর দিয়েছেন যে পুরুষদের আমাদের সাথে বাজারে ঘুরতে লজ্জাবোধ হয়।” হুযূর আনোয়ার বলেন: “পর্দা অবনতির দিকে না গিয়ে যেন উন্নয়নের কারণ হয়। প্রত্যেকেরই এই অনুভূতি থাকতে হবে যে আপনি যেন তার প্রতি সহানুভূতিশীল।” তিনি বলেন- “সমাজে অবক্ষয় যেন না হয়। এক পর্যায়ের পর পদক্ষেপ সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত।” হুযূর আনোয়ার বলেন: “মানুষের প্রবণতা হল নগ্নতাকে আবৃত রাখা। পোশাক শালীন হওয়া উচিত।”

হুযূর আনোয়ার আরও বলেন: “যে সব মহিলারা পাকিস্তান থেকে বোরকা পরিহিতা এসেছেন, এখন যদি তারা তা পরিত্যাগ করেন তবে তাদের বোঝানো উচিত যে বোরকার পর্দাকে অবলুপ্তি করবেন না। তাদেরকে নম্রভাবে বোঝান এবং নজর রাখুন।”

হুযূর আনোয়ার বলেন: “যারা নামাযে আসেন না, তাদের মসজিদে আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

তিনি বলেন: "প্রতিটি ষষ্ঠ খুতবা হতে হবে তরবিয়তের উপরে এবং প্রতিটি চতুর্থ খুতবা আর্থিক ত্যাগ ও ইবাদতের উপর হওয়া উচিত।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ মে ২০০৬ ইং)

৩ মে ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা ফিজি'র সাথে হুযূর আনোয়ার-এর মিটিং

হুযূর আনোয়ার তরবিয়ত সেক্রেটারি (প্রশিক্ষণ সচিব)-কে তাদের কর্মসূচি পর্যালোচনাকালে এ নির্দেশনা প্রদান করেন- "বা--জামাত নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। আপনাকে এটি মূল্যায়ন করতে হবে যে নামাযে কতজন আসেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে কী ধরনের উপস্থিতি হয়। নামাযের উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা পূর্বে নামায পড়তে আসতেন কিন্তু এখন আসেন না, জেনে নিন কী কারণে তারা আসছেন না। এ বিষয়ে প্রতিটা জামা'তে নজর দিতে হবে। আপনি এই বিষয়ে যা প্রচেষ্টা করছেন, জামা'তগুলি থেকে যদি তার অগ্রগতির রিপোর্ট সম্পর্কে অবগত না হন, সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন না।"

হুযূর আনোয়ার বলেন- "পবিত্র কুরআন পাঠ করা একটি মহান কাজ আর প্রতিদিন কতজন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন তার মূল্যায়ন করা উচিত। এটি অবশ্যই তরবিয়ত সেক্রেটারির কাজ। আপনি যদি পবিত্র কুরআন পাঠ করেন তবে আপনি জানতে পারবেন কোন জিনিসগুলি অনুমোদিত এবং কোন বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: সীরাতুন্নবী (সা.) এর জলসায় অমুসলিমদেরও আমন্ত্রণ জানান।

তিনি বলেন: "গভীরে গিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে যে প্রতিটি জামা'তে কতজন আছেন যারা নামায পড়েন না, এমনকি বাড়িতেও তারা নামায পড়েন না। তাদের মূল্যায়ন করুন। তারপর তাদের তরবিয়তের জন্য কর্মসূচি প্রস্তুত করুন।"

তিনি বলেন: "যে বাড়িতে নামায পড়ে না কমপক্ষে তাকে বাড়িতেই নামায পড়ানোর ব্যবস্থা করুন। এটি মুরব্বী তথা তরবিয়ত সেক্রেটারির কাজ।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "জামা'তের মহিলাদের তরবিয়তের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অনেক মহিলা আছেন যারা নামাযের বিষয়ে অবগত নন। তারা তাদের সন্তানদের কি শেখাবেন? মায়ের দায়িত্ব হল সন্তানদের তরবিয়ত করা। পিতা তাদের কাজে-কর্মে সচরাচর বাড়ির বাইরে থাকেন।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "যে কেন্দ্রীয় জলসাগুলি হয়, সেখানে এমন কর্মসূচি এবং বিষয়াবলী থাকা উচিত যা তরবিয়তের উপর কেন্দ্রিত হয়। পুরুষদের নিজেদেরও নামায পড়া উচিত, সেই সাথে আপনার স্ত্রীদেরকেও নামায পড়তে বলুন এবং সন্তানদেরকেও নামায পড়তে বাধ্য করুন। নিজে কুরআন তেলাওয়াত করুন। একই সাথে পরিবারের স্ত্রীরাও যেন কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং আপনার সন্তানরাও যেন কুরআন তেলাওয়াত করে।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "তরবিয়তের সমস্যা একটি গুরুতর

সমস্যা। স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের মধ্যে যেন মনোমালিন্য না থাকে। বিয়ের পরেও অনেক সময় বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তরবিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত এসব বিষয়াদির সুষ্ঠ নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।" হুযূর আনোয়ার বলেন: "যখন কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় আর এর ঘোষণা হয় তখন সে লজ্জিত হয়। তরবিয়ত সংক্রান্ত এ সব সমস্যাদির নিষ্পত্তি আমির, মোবাল্লেগ এবং তরবিয়তের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সেক্রেটারিদের উপর বর্তায়। তরবিয়ত হয়ে থাকলে এসব ভুলত্রুটিও হয় না আর লজ্জিতও হতে হয় না।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ জুন ২০০৬ ইং)

৭ মে ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা আনসারুল্লাহ্ নিউজিল্যান্ড'এর সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার কায়েদ তরবিয়তের কাছে তার স্কীম এবং কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চান। হুযূর আনোয়ার বলেন: "আপনার কাছে পর্যাপ্ত রেকর্ড থাকা দরকার যে কতজন আনসার বা-জামাত নামায আদায় করছেন, কতজন নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করছেন, কতজন তাদের সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন।" হুযূর আনোয়ার বলেন: "আনসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যেন তাদের বাড়িতে ধর্মীয় আলোচনা হয়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কথা হয়, তাঁর বই-পুস্তক পাঠ করা হয়। বাড়িতে একটি ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি করুন। শিশুরা যেন নামাযে অভ্যস্ত হয়, তারা যেন কুরআন তেলাওয়াত করে। আনসারদের এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "আপনি যদি আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে চান তবে তাদের তালিম-তরবিয়তের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ জুন ২০০৬ ইং)

৭ মে ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া নিউজিল্যান্ড'এর সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার মোহতামীম তরবিয়তের কাছে তার বিভাগের অধীনে হওয়া কাজগুলির বিষয়ে খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন- "কতজন খুদ্দাম পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, কতজন বা-জামাত নামায পড়েন, কতজন খুদ্দাম কুরআন পাঠ করেন আর কতজন খুদ্দাম প্রতিদিন তেলাওয়াত করেন এসব আপনার জানা দরকার।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "নামায পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা- এগুলিই হল আসল জিনিস।"

তিনি বলেন: "তরবিয়তের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কিতাবগুলি থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্বাচিত উদ্ধৃতি খুদ্দামদের দিন। যেমন, পিতা-মাতার অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, মানব সেবা, নামায, পবিত্র কুরআন পাঠ, আর্থিক ত্যাগ, সত্য কথা বলা, রাগ না করা, বিশ্বস্ততা- এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্বাচিত উদ্ধৃতি খুদ্দামদের দিন। তরবিয়তি এজলাসগুলিতে এগুলি যেন পাঠ করা হয়, এবং এগুলি তাদের শিক্ষামূলক পাঠ্যসূচির অংশ হিসাবেও পড়ানো হয়।"

হুযূর আনোয়ার মোহতামীম তরবিয়তকে নির্দেশনা প্রদান করে বলেন: "প্রথমে একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা প্রস্তুত করুন যাতে জানা যায় কতজন খুদ্দাম সাধারণ নামায এবং অনুবাদসহ নামায জানেন, এবং কতজন সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন। এই পর্যালোচনা সম্পন্ন হওয়ার পরই আপনি তরবিয়ত কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন এবং আরও কার্যকর ও উন্নত তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "কিছু যুবক অ-আহ্‌মদী মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। একইভাবে, কিছু আহ্‌মদী মেয়েও বাইরে বিবাহ করেন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রজন্মের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, তরবিয়ত বিভাগকে অত্যন্ত সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "সকল ব্যস্ততার পরও নামায পাঁচ ওয়াক্ত অবশ্যই পড়তে হবে।" তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে তার তরবিয়ত হয়ে যাবে। যে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করবে তারও তরবিয়ত হয়ে যাবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি আপনাদের এজলাসগুলিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করবে এবং মসজিদের সঙ্গে সংযোগ রাখবে, তারও যথাযথভাবে তরবিয়ত ও চরিত্র গঠন সম্পন্ন হবে।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "প্রথম মাসে পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিগুলি সমন্বিত করে একটি বা দুই পৃষ্ঠার প্রকাশনা তৈরি করে খুদ্দামদের দিন। এতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তরবিয়ত সংক্রান্ত নিবন্ধগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তক থেকে

নির্বাচিত অনুচ্ছেদগুলি চয়ন করে নিন।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "যে খাদিম পিছিয়ে পড়েছে আর কোন যোগাযোগ রাখে না তাকে কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মাধ্যমে নিকটে আনতে সচেষ্ট হোন। এটি আবশ্যক নয় যে শুধুমাত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাই তার সাথে যোগাযোগ করবে। মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তাকে জামা'তের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং মসজিদের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "আত্মত্যাগ ব্যতীত পৃথিবীতে কেউ উন্নতি সাধন করতে পারে না। আত্মত্যাগ করবেন, তবেই আপনি উন্নতি করবেন। আপনাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে কাজ শুরু করুন। আমেলার সদস্যগণ চিন্তাভাবনা করুন এবং সমস্যা সমাধানের উপায় বের করুন। নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। সর্বপ্রথম খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন। নামাযের অভ্যাস তৈরী করুন। কুরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলুন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ জুন ২০০৬ ইং)

৭ মে ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা জামা'ত আহ্‌মদীয়া নিউজিল্যান্ড'এর সাথে মিটিং

তরবিয়ত সেক্রেটারি জানান যে, প্রতি মাসে একটি তরবিয়তী সেশন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হুযূর আনোয়ার বলেন: "যারা আপনার এজলাসে আসে না তাদের জন্য আপনি কি করেছেন?" তরবিয়ত

সেক্রেটারি জানান, 'আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করি, এবং এটি পর্যালোচনা করি যে তারা কতবার নামায পড়ে এবং হুযূর আনোয়ারের খুতবা শোনে। এভাবে, কিছু সদস্য এজলাসগুলিতে আসতে শুরু করেছেন।'

হুযূর আনোয়ার বলেন: "নামাযের সাথে সাথে কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়টিও পর্যালোচনা করবেন।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: "এই বিষয়টিও নিরীক্ষণ করবেন যে ডিশ লাগানো আছে যখন, সেক্ষেত্রে কতজন এবং কতগুলি পরিবার খুতবা শুনছেন। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রতি মাসে আপনার কাছে আসতে হবে যাতে জানা যায় যে কতজন খুতবা এবং অন্যান্য প্রোগ্রামগুলি শুনেছেন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ জুন ২০০৬ ইং)

১৩ মে ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা জাপান' এর সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার বলেন: "প্রতি মাসে একটি মিটিং বিশেষভাবে তরবিয়ত বিষয়ক হওয়া উচিত, বিশেষত নামাযের বিষয়ে। এতে পর্যালোচনা করা উচিত যে, নামাযের বিষয়ে জামা'ত কতটা মনোযোগ দিয়েছে এবং যেসব প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তার ফলস্বরূপ কী প্রভাব পড়েছে।"

হুযূর আনোয়ার মোবাল্লেগগণকে নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, "আপনাদের প্রতিটি চতুর্থ খুতবা তরবিয়তের ওপর এবং

প্রতিটি ষষ্ঠ খুতবা মালি কুরবানী (আর্থিক ত্যাগ স্বীকার) সম্পর্কিত হওয়া উচিত।"* হুযূর আনোয়ার এমটিএ-তে কতজন খুতবা শুনছেন এই বিষয়টিও লক্ষ্য করার এবং এর রিপোর্ট সংগ্রহ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ জুন ২০০৬ ইং)

৭ জুন ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা জামা'ত আহ্‌মদীয়া জার্মানি'র সাথে মিটিং

মিটিং-এ হুযূর আনোয়ার কয়েকটি বিভাগের পর্যালোচনা করে প্রশিক্ষণ (তরবিয়ত) এবং প্রশাসনিক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন এবং আমাদের দুর্বলতাগুলি দূর করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুযূর আনোয়ার প্রদত্ত নির্দেশনা এবং উপদেশাবলীর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

হুযূর আনোয়ার বলেন, "দায়িত্বগুলিকে সেবা (খিদমত) হিসেবে পালন করুন এবং কর্মকর্তা (অফিসার) হওয়ার পরিবর্তে সেবক হওয়ার ধারণা নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করুন।" এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার মরহুম মীর দাউদ আহমদ সাহেবের দৃষ্টান্ত তুলে

*নোট- ২০১২ সালে এই বিষয়ে মাননীয় নাযির আলা সাহেব কাদিয়ানের নামে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ারের নির্দেশনা প্রাপ্ত হয় যে ভারতের সমস্ত জামা'তে নিযুক্ত মোয়াল্লেম ও মোবাল্লেগকে এই নির্দেশনা প্রেরণ করুন যে এখন থেকে প্রতিটা জুমআর খুতবায় তারা যেন পূর্ববর্তী সপ্তাহে প্রদত্ত যুগ খলিফার খুতবার সারাংশ পাঠ করে শোনায়।

(রেফারেন্স QND-3307/29.8.12)

ধরেন, যিনি জলসা সালানার সময় তার উপাধি 'অফিসার জলসা সালানা'-কে পরিবর্তন করে 'খাদিম জলসা সালানা' (অর্থাৎ বার্ষিক জলসার একজন খিদমতগার) লেখানো শুরু করেছিলেন।

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পর্যালোচনা করার পদ্ধতি বোঝাতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার বলেন: "এই ধরনের অভিযোগের বিষয়ে কমিটি গঠন না করে, গোপনভাবে চিঠির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তারা এতে জড়িত কি না। অতঃপর কর্মকর্তাদের উচিত আত্মসমীক্ষা করে দেখা। এরপর যদি তারা অভিযোগের আওতায় আসেন তবে তাদের নিজেদের সংশোধন করে নেওয়া উচিত, যাতে তাদের বা তাদের সন্তানদের কোনো কর্মকান্ডের কারণে জামা'তের মর্যাদায় ক্ষতি না হয়। আর যদি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা নিজেদের বা তাদের পরিবারের সংশোধন করতে না পারেন, তবে তাকওয়ার দাবি হল যে, তারা নিজেদের এই সেবামূলক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিন।"

হুযূর আনোয়ার পদমর্যাদার সম্মান রক্ষার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং বলেন, আপনার ঊর্ধ্বতনদের সম্মান করা এবং তাদের আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন: "আপনার ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা যদি আপনাকে কোনো কাজের দায়িত্ব দেন এবং তার বিরুদ্ধে আপনার কোনো অভিযোগ থাকে, তবে আগে আপনি সেই কাজটি আনুগত্য করে করুন, তারপর কর্মকর্তাকে বলুন যে আমি কেন্দ্র বা যুগ খলিফার সমীপে অভিযোগ জানাব যে আপনি অমুক ভুল করেছেন।"

হুযূর আনোয়ার দায়িত্বশীলদেরকে তাদের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করারও উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন: "কখনও কখনও

কতিপয় কর্মকর্তার পারিবারিক জীবনের দৃষ্টান্তও অশোভনীয় হয়। পুত্রবধূ, জামাতা, সন্তান-সন্ততি বা স্ত্রীদের সাথে তাদের অশান্তি লেগেই থাকে। এমন দুর্বলতাগুলিও দূর করার চেষ্টা করা উচিত। আর যদি তা না করতে পারেন তবে জামাতীয় সেবা থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।" হুযূর আনোয়ার সৎ কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার উপদেশ প্রদান করে বলেন, (আমাদের) উদ্দেশ্য তো সবার একই। সম্মিলিতভাবে কাজ করুন। অঙ্গ সংগঠনগুলি জামাতীয় ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ় করার মাধ্যম হয়ে থাকে..."

হুযূর আনোয়ার একটি তরবিয়তমূলক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: "নিজেদের এজলাস এবং মজলিসের কথা সুরক্ষিত রাখুন। এটি খুবই মৌলিক বিষয়। মজলিসের কথাগুলি আমানত স্বরূপ হয়ে থাকে, তাই এর মর্যাদা রক্ষা করা উচিত।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬ ইং)

৯ জুন ২০০৬ ইং

জুম'আর খুতবায় পদাধিকারীগণের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা

"একইভাবে, আমি আমির ও কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদেরও বলি, যদি তারা চান যে জামা'তের সহযোগিতা ও আনুগত্যের মান বৃদ্ধি পাক, তাহলে তাদের উচিত যুগ খলিফার সিদ্ধান্তগুলিকে এভাবে মান্য করে চলা, যেমন হৃদয়ের স্পন্দনের সাথে নাড়ি চলাচল করে। যখন আপনি এই মান অর্জন করবেন, তখন দেখবেন কীভাবে একজন সাধারণ আহমদীও আনুগত্য প্রদর্শন করছে.....

তাই সর্বস্তরের পদাধিকারী, তা সে স্থানীয় আমেলার সদস্য

হোক বা জামা'তের সদর (সভাপতি), আঞ্চলিক আমির বা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বা জামা'তের আমির- আপনাদের চিন্তাভাবনাকে সেই স্তরে নিয়ে আসতে হবে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ আত্মিক কামনা-বাসনা, অহংকার এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্খাকে বিসর্জন করতে হবে।...

এখানে আমি মুরব্বী এবং মোবাল্লেগগণকে আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই...আপনি যদি কোনো আমির অথবা কর্মকর্তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পান যা জামা'তীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতির পরিপন্থী, তবে তাদের সেই ভুলের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে একান্তে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

যদি সেই কর্মকর্তা এবং আমির এখনও নিজের অবস্থানেই অটল থাকেন এবং আপনি বুঝতে পারেন যে এতে জামা'তের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাহলে যুগ খলিফাকে বিষয়টি অবহিত করুন, তবে জামা'তের মধ্যে কখনই এই ধারণা ছড়ানো উচিত নয় যে মুরব্বী ও আমিরের মধ্যে সঠিক সমঝোতা নেই বা তাদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব রয়েছে।...

অন্যদিকে, মুরব্বীদের এ বিষয়েও সতর্ক থাকা উচিত যে, তাদের কারণে কখনও জামা'তের কোনও সদস্যের মনে এই ধারণা যেন না সৃষ্টি হয় যে অমুক মুরব্বী অথবা মোবাল্লেগের সাথে অমুকের বিশেষ সখ্যতা রয়েছে...একজন মুরব্বী, মোবাল্লেগ বা যেকোনো কেন্দ্রীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব হল নিজেকে সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে রেখে, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে পিছনে ফেলে জামা'তের স্বার্থে কাজ করা।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ জুন ২০০৬ ইং)

৯ জুন ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানি'র সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার আরও একবার পর্দার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন:

"মেয়েদের মনে এ বিষয়টি গেঁথে দিতে হবে তারা পর্দা করবে কারণ এটি আল্লাহ্‌র আদেশ।" তিনি আরও বলেছেন, "যদি জামা'তীয় রীতিনীতির প্রতি দৃঢ় থাকেন, তাহলে কোনও মানসিক জটিলতা আসবে না এবং এর মাধ্যমেই তবলীগের পথ উন্মুক্ত হবে।" তিনি উল্লেখ করেছেন, "কিছু মেয়ে পাকিস্তান থেকে বিবাহের পর এখানে আসে। সেখানে তারা বোরকা পরিধান করত, অথচ এখানে আসার সাথে সাথে তারা তা ত্যাগ করে দেয়।"

তিনি বলেন: "এটা অশ্লীলতা। এটা ব্যক্তিগত হীনমন্যতার কারণেও হতে পারে আবার স্বামীর কথায়ও হতে পারে। যদি একজন জার্মান নারী আহ্‌মদী হওয়ার পর শালীন পোশাক পরিধান করতে পারেন, তাহলে তাদের সম্পূর্ণ পর্দা করতে সমস্যা কোথায়?"

তিনি বলেন: "আজকাল টেক্সট মেসেজিং একটি প্রচলিত অভ্যাস হয়ে গেছে। এটি শুধুমাত্র পরিচিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অনেক সময় বান্ধবীরা অন্যদের নম্বর দিয়ে দেয়। তাই এ বিষয়েও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬ ইং)

১০ জুন ২০০৬ ইং

কায়েদ, আঞ্চলিক কায়েদ এবং ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা জার্মানি'র সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার মোহতামীম তরবিয়তকে বলেন: "খুদ্দামদের মধ্যে বিবাদকে দূর করার জন্য নিয়মিত উপদেশ দিতে থাকুন। অনেকে আছেন যারা বাইরে ভালো আচরণ করেন, কিন্তু ঘরের পরিবেশ খারাপ রাখেন।" (অর্থাৎ পরিবারের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখেন না।)

তিনি বলেন: "যাকে তরবিয়ত করতে হবে তার কোন শুভাকাঙ্খীর খোঁজ করে তার মাধ্যমে অবস্থার সংশোধনের চেষ্টা করুন।" তিনি বলেন: "এর উদ্দেশ্য হল মানুষকে সংশোধন করা এবং তাদেরকে ব্যবস্থাপনার সাথে একীভূত করে রাখা।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬ ইং)

১৪ জুন ২০০৬ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা আনসারুল্লাহ্ জার্মানি'র সাথে মিটিং

হুযূর আনোয়ার তরবিয়ত বিভাগ এবং তালীমুল কুরআন বিভাগের পর্যালোচনা করার সময় বলেন: "সর্বপ্রথম মসজিদ এবং নামায কেন্দ্রের সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হোন। এরপর দেখুন কতগুলি মজলিসে জামা'তের সাথে নামাযের ব্যবস্থা আছে। সর্বত্র কমপক্ষে দুই ওয়াক্ত নামায বা-জামাত অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।"

হুযূর আনোয়ারের সমীপে নিবেদন করা হয় যে, 'মার্চ মাসে আমরা 'তরবিয়ত সপ্তাহ' পালন করেছিলাম, এবং এপ্রিলের রিপোর্ট থেকে জানা গেল নামায আদায়কারী এবং কুরআন তেলাওয়াতকারীদের সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়েছে।'

হুযূর আনোয়ার বলেন: "এখন পুনরায় রিপোর্ট সংগ্রহ করে দেখুন যে এই পরিবর্তনটি কি শুধু 'তরবিয়ত সপ্তাহ' চলাকালীনই ছিল নাকি পরেও এই পরিবর্তন অব্যাহত রয়েছে।"

হুযূর আনোয়ার শিশুদের শিক্ষার প্রতি আনসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন:

"দ্বিতীয় শ্রেণীর আনসারদের একটা বড় অংশের ছোট ছোট শিশু রয়েছে। শিশুদের যত্নসহকারে তরবিয়ত করুন যাতে তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারে।"

আমির সাহেবের অনুরোধে, আবারও একবার হুযূর আনোয়ার পরবর্তী প্রজন্মকে নিযামে জামা'তের (জামাতীয় ব্যবস্থাপনা) সাথে সংযুক্ত করার জন্য আনসারদের উপদেশ প্রদান করে বলেন, "শিশুদের তরবিয়তে বিশেষ মনোযোগ দিন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ জুলাই ২০০৬ ইং)

৫ মে ২০০৮ ইং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা যুক্তরাষ্ট্র'র সাথে মিটিং

তরবিয়ত সেক্রেটারির কাছে হুযূর আনোয়ার জানতে চান, "তরবিয়তের বিশেষ কর্মসূচি কী আছে?" সেক্রেটারি জানান-

'তরবিয়তি সেমিনারের একটি সিরিজ রয়েছে।'

হুযূর আনোয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন- "জামা'তে আপনার তরবিয়ত সেক্রেটারি যদি সক্রিয় থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি সহজেই ফিডব্যাক সংগ্রহ করতে পারবেন।"

তিনি বলেন: "আপনার সেক্রেটারি তরবিয়তকে সক্রিয় করে তুলুন।"

সেক্রেটারি তরবিয়ত 'ন্যাশনাল ইসলাহি কমিটি'র কাজ সম্পর্কেও বর্ণনা করেন। হুযূর আনোয়ার বলেন: "যদি কেন্দ্রে ও জামা'তগুলিতে ইসলাহি কমিটি সক্রিয় ও সজাগ হয় তাহলে দাম্পত্য সমস্যা আর থাকবে না যা আজকাল অনেক বেশি হয়ে গেছে।" হুযূর আনোয়ার জানতে চান- "ইসলাহি কমিটিতে গত বছরগুলিতে যেসব মামলা এসেছে এবং এ বছর যেসব মামলা এসেছে, এই সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে?"

হুযূর আনোয়ারের সমীপে প্রতিবেদনটি উপস্থাপনকালে জানানো হয় যে, যেসব মামলা আসছে তা উদ্বেগজনক। এটা চিন্তার বিষয়। এগুলো প্রতি মাসেই আসছে। হুযূর আনোয়ার বলেন:

"এরকম কিছু কেস আছে যা 'উমুরে আমা' এবং মোবাল্লেগদের জানা থাকবে। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন।" (আল্‌ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ আগস্ট ২০০৮ ইং)

❋ ❋ ❋ ❋

ইসলাহ ও তরবিয়তের চারটি মৌলিক মাধ্যম

মোহতরম উকিল সাহেব তামিল ও তানফিয লন্ডন, কাদিয়ান এবং ভারতের জামাতীয় বন্ধুদের তরবিয়তের প্রসঙ্গে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) এর নিম্নোক্ত নির্দেশিকা প্রেরণ করেছেন, যাতে হুযূর আনোয়ার বলেছেন:

"জামাতীয়ভাবে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয় তার প্রতি অবিলম্বে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা-ভক্তির নমুনা পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। কিন্তু গত পঁচিশ বছর ধরে কাদিয়ানবাসীদের মধ্যে এই নমুনা দেখা যাচ্ছে না... এই বিষয়গুলি এটাই প্রতিফলিত করে যে আপনাদের কেউই তাদের তরবিয়তের বিষয়ে নিজেদের দায়িত্বগুলি যথাযথ ভাবে পালন করেননি। নাযারত ইসলাহ্ ও এরশাদও করেনি, আর না সদারত উমুমি এবং খুদ্দামুল আহ্মদীয়া নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেছে তথা তাদের মধ্যে আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের অবস্থার উপর কৃপা করুন, দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার এবং সেখানকার বন্ধুদের তরবিয়ত করতে সক্ষম করে তুলুন।" (WTT-7947/17.07.2015 থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী)

হুযূর আনোয়ার (আই.) এর পক্ষ থেকে এই চিন্তা উদ্রেককারী নিদের্শনা প্রেরণ করে মোহতরম উকিল সাহেব তামিল ও তানফিয লন্ডন লিখেছেন যে,

"হুযূর আনোয়ার (আই.) কর্তৃক উপরোক্ত নির্দেশনা সকল কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিষয়। এমতাবস্থায় যদি এই সময়ে ভারতবর্ষব্যাপী জামা'তের সকল সদস্যের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ও কার্যকরী পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ না করা হয় তবে খুব সম্ভব যে আনসারদের পাশাপাশি খুদ্দাম ও আতফালদের তরবিয়তের ক্ষেত্রেও বহু দুর্বলতা রয়ে যাবে, যার জন্য অভিভাবকদের পাশাপাশি জামাতীয় পদাধিকারীগণও সমভাবে দায়ী থাকবেন।"

এই বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) এর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণের পর নির্দেশ অনুযায়ী অবগত করা হচ্ছে যে,

(১) সমস্ত কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং জামা'তের অঞ্চলভিত্তিক মসজিদগুলিতে যথাযথভাবে পূর্ণ উপস্থিতি সহ দিনে পাঁচ ওয়াক্ত বা-জামাত নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে অঞ্চল স্তরের সকল জামাতীয় ও শাখা সংগঠনগুলির কর্মকর্তাদের পর্যালোচনা করা উচিত এবং নোট করা উচিত যে অঞ্চল এলাকার কোন্ কোন্ সদস্য নামাযে অলস। অতঃপর এ ধরনের সকল বন্ধুদের উপযুক্ত ও কার্যকর পদ্ধতিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। কর্মকর্তাদের দ্বারা এই দৃষ্টি আকর্ষণ করার পদ্ধতিটি এমন প্রভাবী হওয়া উচিত যাতে তারা তাদের দুর্বলতা উপলব্ধি করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেন। এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয় যা তাদের দায়িত্বশীলদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। এর জন্য সবার আগে কেন্দ্রীয় ও শাখা সংগঠনগুলির সকল কর্মকর্তাকে নিজেদের এবং সন্তানদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে

হবে। কারণ এটি হতে পারে না যে দায়িত্বশীল বা তাদের সন্তানরা নিজেরাই নামাযে দুর্বল অথচ অন্যান্য জামা'ত সদস্য এবং তাদের সন্তানদের বা-জামা'ত নামায আদায়ের উপদেশ দেন।

(২) প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক (ﷺ) স্তরের মসজিদে ফজর এবং আসর নামাযের পর নিয়মিতভাবে কুরআন ও হাদীসের দরসের আয়োজন করতে হবে। এই সময়েও সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে অঞ্চল স্তরের সকল জামাতীয় ও অঙ্গসংগঠনগুলির প্রশাসনকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

(৩) খলিফাতুল মসীহ্‌র জুমআর খুতবা, সেই সাথে ঈদাইন (ঈদ-উল-আযহা এবং ঈদ-উল-ফিতর) এবং বিভিন্ন দেশের জলসা ও অঙ্গ সংগঠনগুলির ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণসমূহ জামা'ত-এর সদস্যদিগকে সম্মিলিতভাবে শোনানো ও দেখানোর জন্য জামা'তীয় ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা থাকা উচিত। এক্ষেত্রেও প্রথমে কেন্দ্রীয়, জামা'তীয় এবং শাখা সংগঠনের দায়িত্বশীলদের তাদের সন্তানদের সঙ্গে এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজেদের একটি আদর্শ উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। এরপর অন্যান্য জামা'ত সদস্যদের এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পরামর্শ দিতে হবে।

(৪) ভারতের জামা'ত সদস্যদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে জামাতি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বদর'- এর উর্দু সংস্করণের পাশাপাশি হিন্দি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষায়ও সংস্করণ চালু করা হয়েছে। এ সমস্ত সংস্করণ থেকে জামা'ত এর বন্ধুরা কতটা উপকৃত হচ্ছে তাও মূল্যায়ন করা উচিত। পাশাপাশি এটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা উচিত যে প্রতিটি ঘরে এই ঐতিহাসিক জামাতি পত্রিকার একটি সংখ্যা যেন অবশ্যই পৌঁছায়।

উপরোক্ত নির্দেশনাগুলির বাস্তবায়নে অবগত করা হচ্ছে যে,

(ক) কাদিয়ান এবং ভারতের সকল কেন্দ্রীয় ও অঞ্চলভিত্তিক মসজিদ এবং নামায কেন্দ্রগুলিতে নির্দেশনা অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পূর্ণ উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয়, জামা'তীয় এবং অঙ্গ সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুরু করুন। একইভাবে ফজর ও আসরের নামাযের পর প্রতিটি মসজিদ/নামায কেন্দ্রে কুরআন ও হাদিসের দরসের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং এই সময়ে সর্বোচ্চ উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

(খ) প্রতিটি জুমআ উপলক্ষ্যে যুগ খলিফা প্রদত্ত খুতবা জুমআর সরাসরি সম্প্রচার, একইভাবে ঈদাইন এবং বিভিন্ন দেশের জলসা ও অঙ্গ সংগঠনগুলির ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণগুলি জামা'তের সকল সদস্যকে সম্মিলিতভাবে দেখানোর জন্য ভারতের সমস্ত জামা'তের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মসজিদ/নামায সেন্টারগুলিতে এমটিএ'র ব্যবস্থা করুন। বিশেষ করে কাদিয়ানে, প্রতিটি অঞ্চলের মসজিদে, অত্র অঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী সকল কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা ও কর্মী, জামা'তীয় ও অঙ্গ সংগঠনের পদাধিকারীগণ যেন তাদের সন্তানদের সঙ্গে প্রথমে উপস্থিত থেকে খুতবা শোনেন। এই সময়ে যারা উপস্থিত থাকবেন না, তাদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পদাধিকারীগণ একটি গোপন রেকর্ড প্রস্তুত করবেন এবং পরে এমন সদস্যদের সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটির কর্মকর্তাগণ ও ইসলাহি কমিটির সদস্যগণ একত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(গ) বিভিন্ন ভাষায় 'বদর'-এর সাপ্তাহিক সংস্করণ ভারতের প্রতিটি জামাতীয় ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পূর্ণ প্রচেষ্টা শুরু করুন, এবং

অন্যান্য স্থানীয় ভাষাগুলিতেও যেখানে বদরের সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে, সেসব ভাষায়ও বদরের সংস্করণ প্রকাশের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

❋ উপরোক্ত সকল নির্দেশনা কাদিয়ান এবং ভারতের অন্যান্য সমস্ত জামা'তে এই তাগিদের সাথে সার্কুলার করে দিন যাতে এই নির্দেশনাগুলি আঞ্চলিক স্তরেও জামাতীয় এবং অঙ্গসংগঠনগুলির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার্কুলার করা হয় এবং অবিলম্বে সেগুলির বাস্তবায়ন সম্পর্কে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়।

এছাড়াও, উপরে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে মাসিক রিপোর্ট দেওয়ার জন্য, ভবিষ্যতে আঞ্চলিক মজলিস এবং জামা'ত পর্যায়ের মাসিক রিপোর্টে একটি করে কলাম যুক্ত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকেও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রতি মাসে তাদের কার্যনির্বাহীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

এইভাবে, উপরোক্ত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত হালকা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ কখনোই এটি নয় যে, উচ্চতর স্তরের সকল জামাতীয় ও অঙ্গসংগঠনগুলির কর্মকর্তাদের উল্লিখিত বিষয়গুলির বিষয়ে তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। সর্বশেষ দায়িত্ব উচ্চতর স্তরের সকল কর্মকর্তাদের উপরেই বর্তায়। সুতরাং, তারা সবাই নিজেদের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করুন এবং পুরোপুরি তদারকি করুন। ভারতের জামা'তগুলিতে উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও কার্যপ্রণালী সম্পন্ন করার প্রাথমিক দায়িত্ব হবে জামা'তের সদর/ আমির এবং তিনটি অঙ্গ সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ কায়েদ/ যায়ীম/ সদর লাজনার

উপর। একইভাবে, কাদিয়ানে, স্থানীয় আমির এবং তিনটি কেন্দ্রীয় অঙ্গ সংগঠনের সভাপতি তাদের নিজ নিজ পরিধির মধ্যে দায়িত্বশীল থাকবেন।

তবে উল্লিখিত বিষয়ে ইতিবাচক ফলাফল তখনই আসতে শুরু করবে যখন নিম্ন স্তর থেকে শুরু করে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত সকল সহায়ক সংগঠন এবং জামা'তীয় পদাধিকারীগণ দোয়া সহ, তাদের এবং তাদের সন্তানদের আদর্শ তুলে ধরে এ বিষয়ে বিশেষভাবে কাজ করবেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। আমিন। (WTT-8420/12.08.2015 থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী)

তাই, উল্লিখিত মৌলিক নির্দেশনাগুলি সম্পর্কে একটি কেন্দ্রীয় কমিটিতে পরামর্শ করার পর, উল্লিখিত নির্দেশনাগুলি তালিকাভুক্ত করে এবং প্রতিটি নির্দেশ কার্যকর করার জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনারও প্রস্তাব করা হয় এবং সমস্ত জেলা আমির, জামা'তের আমির, সদর এবং মোবাল্লেগদের কাছে আগস্ট ২০১৫-এ একটি সার্কুলার পাঠানো হয়।

এই পরামর্শ ও কর্ম পরিকল্পনার রিপোর্ট সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) এর সমীপে উপস্থাপন করা হলে হুযূর আকদস নির্দেশনা প্রদান করেন যে,

"ঠিক আছে, যে নির্দেশনাগুলি পাঠানো হয়েছে সে অনুযায়ী অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ তাআলা সকল কর্মকর্তাকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের সাহায্য ও সমর্থন অব্যাহত রাখুন।

আমিন।" (WTT-8587/18.08.2015 থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী)

উপরোক্ত চারটি নীতির বাস্তবায়ন এবং সেগুলি থেকে সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের জন্য, নাযারাত উলিয়া'র মাসিক রিপোর্ট ফর্মে একটি পৃথক কলাম যুক্ত করা হয়েছে।

অতঃপর ভারতের জামা'তগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান তরবিয়ত সংক্রান্ত সমস্যাগুলির যথাসময়ে সমাধানের জন্য হুযূর আনোয়ার (আই.) কাদিয়ানে একটি কেন্দ্রীয় ইসলাহি কমিটি গঠন করেছেন যার সভাপতি নাযির আলা কাদিয়ান এবং সেক্রেটারি নাযির ইসলাহ্ ও এরশাদ মারকাযিয়া'কে নিয়োগ করেছেন এবং ভারতের সমস্ত জামা'তগুলির জন্যও নীচের বিবরণ অনুযায়ী ইসলাহি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন :

ক্রমিক সংখ্যা	পদের নাম	হালকা পর্যায়	স্থানীয় জামা'ত পর্যায়
০১	সদর ইসলাহি কমিটি	সদর হালকা	স্থানীয় জামা'ত-এর সদর/আমির
০২	সেক্রেটারি ইসলাহি কমিটি	সেক্রেটারি ইসলাহ ও এরশাদ হালকা	সেক্রেটারি ইসলাহ ও এরশাদ স্থানীয়
০৩	সদস্য	সেক্রেটারি উমুরে আমা হালকা	সেক্রেটারি উমুরে আমা স্থানীয়
০৪	সদস্য	যয়ীম হালকা খুদ্দামুল আহ্মদীয়া	মোহতামীম মোকামী মজলিস খুদ্দামুল আহ্মদীয়া

০৫	সদস্য	যয়ীম হালকা আনসারুল্লাহ্	যয়ীম আলা মজলিস আনসারুল্লাহ্ মোকামী
০৬	সদস্য	সদর লাজনা হালকা	সদর লাজনা মোকামী
০৭	সদস্য	মোবাল্লেগ/ মোয়াল্লেম হালকা	মুরব্বী লোকাল আঞ্জুমান

(WTT-226/11.11.2015 থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী)

হুযূর আনোয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতি মাসে নিয়মিত ইসলাহি কমিটির সাথে মিটিং করার এবং রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ইসলাহি কমিটি একটি রিপোর্ট ফর্ম প্রস্তুত করে এর অনুমোদন সংগ্রহ করেছে। এই ফর্মটি বাংলা এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাঠানো হচ্ছে। এখন প্রয়োজন এটি বাস্তবায়ন করা এবং করানো। আল্লাহ্ তাআলা সকল কর্মকর্তাকে আপন কৃপারাজির কল্যাণে এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

❋ ❋ ❋ ❋